জেএসসি ও জেডিসির আজকের পরীক্ষা স্থগিত

ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ এর কারণে সারা দেশে আজ শনিবার অনুষ্ঠেয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক আজ শুক্রবার রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

মু. জিয়াউল হক জানান, ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ এর কারণে আজকের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থগিত হওয়া জেএসসি পরীক্ষাটি আগামী ১২ নভেম্বর ও জেডিসি পরীক্ষা ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেয়র খোকার মরদেহ ফিরছে বৃহস্পতিবার

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ আগামী বৃহস্পতিবার দেশে ফিরবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ওই দিন সকালে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে করে একাত্তরের গেরিলা বাহিনীর এই কমান্ডারের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছাবে বলে সাংবাদিককে জানিয়েছেন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা শায়রুল কবীর খান সাংবাদিককে বলেন, ‘বিকেলে দলের মহাসচিব জেষ্ঠ্য নেতাদের নিয়ে বসবেন। তারপরই পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাদেক হোসেন খোকার জানাজা ও দাফনের ব্যাপারে

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই কর্মসূচি পরে গণমাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান শায়রুল কবীর খান।
গত সোমবার দুপুরে সাদেক হোসেন খোকার ছেলে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, ‘আমার বাবা অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা নিউইয়র্ক সময় রাত ২টা ৫০ মিনিটে ও বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন।’ তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাদেক হোসেন খোকা দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হন। গত ২৮ অক্টোবর শারীরিক অবস্থার অবনতির পরই তাঁকে নিউইয়র্কে ম্যানহাটনে ¯◌েø◌ায়ান ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সাবেক মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা ২০১৪ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

তার পর থেকে সেখানেই অবস্থান করছিলেন বিএনপির এই প্রভাবশালী নেতা। সেখানে অবস্থানকালে বিএনপি নেতার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় গত রোববার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাবেক মেয়রের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সরকারের উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তারপরেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন,

সাদেক হোসেন খোকার পরিবার ট্রাভেল পারমিটের জন্য আবেদন করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাদেক হোসেন খোকা মারা যাওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে সেই আশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এক নজরে খোকা

ছাত্র আন্দোলন থেকে গেরিলা যোদ্ধা; ওয়ার্ড কমিশনার থেকে মেয়র-মন্ত্রী; বাম থেকে মধ্য ডান দলের রাজনীতিক, আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা- এমন অনেক বৈশিষ্ট্য যেখানে

মিলেছে, সে হলেন সাদেক হোসেন খোকা।

দলের গ-◌ি ছাড়িয়ে অন্য দলেও যেমন জনপ্রিয় ছিলেন তিনি, এলাকার মানুষেরও ছিলেন কাছের মানুষ। তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময়ের সহকর্মী আবুল হাসনাত বললেন, “হি ওয়াজ ম্যান অব দি পিপলস।”

খোকার দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য পুরান ঢাকার আবুল হাসনাত ঢাকার প্রথম মেয়র। ওই পুরান ঢাকা থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে উঠে এসেছিলেন খোকা, ছিলেন ক্রীড়া সংগঠকও।
উত্তাল বাহান্নোয় জন্ম নেওয়া খোকা ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন পেরিয়ে গতকাল সোমবার চিরবিদায় নিয়েছেন ৬৭ বছর বয়সে।
পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর দুর্নীতির মামলায় দ- নিয়ে সেখানেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান।

সরকারবিরোধী বিএনপি তাদের এই নেতার দেশে ফেরার আকুতির কথা জানিয়েছিলেন সরকারকে; তাতে সাড়াও মিলেছিল। কিন্তু তার আগেই জীবনাবসান ঘটল তার।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খোকার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
সাদেক হোসেন খোকার জন্ম ১৯৫২ সালের ১২ মে মুন্সীগঞ্জে সৈয়দপুরে। তবে বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরান ঢাকার গোপীবাগে তার বেড়ে ওঠা। তার বাবা এম এ করীম ছিলেন প্রকৌশলী।

শিশুকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই ছিল খোকার জীবন। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে, এই বন্ধুদের সঙ্গে মিলেই গড়ে তোলেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব।

গোপীবাগ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, কলতাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়দেবপুর রানী বিলাস মনি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান খোকা; মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তিনি।

ছাত্র আন্দোলনে নাম লিখিয়ে খোকা হয়ে উঠেছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। পরে যোগ দেন বাম আন্দোলনে; রুশ-চীন দ্বন্দ্বে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন দেখা দিলে তিনি নাম লেখান চিনপন্থি শিবিরে।
ছাত্র আন্দোলনের পর কাজী জাফর আহমেদ নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস লীগে (ইউপিপি) যোগ দিয়েছিলেন খোকা। পরে যোগ দেন ন্যাপ

ভাসানীতে।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে যখন দলের হাল ধরেন খালেদা জিয়া, চিনপন্থি অনেক বাম নেতাকে অনুসরণ করে তখন ১৯৮৪ সালে বিএনপিতে যোগ দেন খোকা।

শুরু হয় তার রাজনীতির আরেক অধ্যায়। প্রথমে ওয়ার্ড কমিশনার হন সিটি করপোরেশনে; ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে সূত্রাপুর-কোতোয়ালি আসনে শেখ হাসিনাকে হারিয়ে দিয়ে সারাদেশের নজরে আসেন তিনি। ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে জয় ধরে রাখেন তিনি; এমনকি ১৯৯৬ সালে যখন ঢাকায় বিএনপি অন্য সব আসনে হেরেছিল, তখনও ধানের শীষকে জয়ী রেখেছিলেন খোকা।
১৯৯১ সালে সরকার গঠনের সময় ক্রীড়া সংগঠক খোকাকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী করেন খালেদা জিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়নের দায়িত্ব নেন খোকা। তিন বছরে ঘরোয়া ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে উঠে আসে ব্রাদার্স ইউনিয়ন, টক্কর দিতে শুরু করে মোহামেডান ও আবাহনীর সঙ্গে। এছাড়া ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ফরাশগঞ্জ ক্লাব এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারে মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী হন খোকা। তবে পরের বছরই ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব ছাড়েন তিনি।

২০০২ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ওই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হয়ে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১১ সাল পর্যন্ত একটানা দায়িত্ব পালন করেন খোকা। ঢাকা সিটি করপোরেশন বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন দায়িত্বে।
তার সময়েই ঢাকার বিভিন্ন সড়ক মুক্তিযোদ্ধা ও বরণ্যে শিল্পী- সাহিত্যিকদের নামে করা হয়, যা সবার প্রশংসা কুড়ায়। আবার মেয়র থাকাকালের ঘটনার জন্যই দুর্নীতির মামলায় দ-◌িত হন তিনি।
তৃণমূল থেকে উঠে আসা খোকা সহ সাংগঠনিক পদ দিয়ে শুরু করে নানা পদ পেরিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। এর আগে ঢাকা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক, সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন দীর্ঘদিন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতিও ছিলেন তিনি। যুদ্ধদিনের খোকা

অন্য বন্ধুদের মতো বাড়িতে না জানিয়েই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন সাদেক হোসেন খোকা, তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি ছিলেন ক্রাক প্লাটুনের সদস্য, একদল তরুণের ওই গেরিলা যুদ্ধ অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়ের।

২০০১ সালে যখন মন্ত্রী, তখন এক আলাপে নিজের মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনার রোমন্থন করেছিলেন খোকা।
“আমি যুদ্ধে যাব- এটা মা-বাবা কাউকে জানাইনি। বলতে পার, একরম হঠাৎ করে বাসা থেকে চলে হয়ে গেলাম যুদ্ধের পথে।”
যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলন, “পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ করবে, নির্যাতন করবে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, এটা তো মনে নেওয়া যায় না। যুদ্ধ যাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলাম, একদিন হঠাৎ করেই বন্ধু-বান্ধবসহ আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। হয়ে গেলাম গেরিলা, ক্রাক প্লাটুনের সদস্য।”

‘লম্বা ইতিহাস’র খানিকটা সেই আলাপে বলেছিলেন এই গেরিলা যোদ্ধা। “মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি দিককার কথা। বায়তুল মোকাররমই ঢাকার তখন একমাত্র বড় মার্কেট ছিল। একদিন দেখি দুপুরে বেলায় বায়তুল মোকাররমের সামনে বড় বড় ক্যামেরা দিয়ে শুটিং হচ্ছে। আমার একটু কিউরিসিটি হল, এখানে কী হচ্ছে? রোজার ঈদের আগে বড় বড় দোকানে দেখানো হচ্ছে যে, ঈদের মার্কেটিং হচ্ছে, বেচা-কেনা হচ্ছে, মানে দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবে চলছে। এটা দেখানোর

জন্য পাকিস্তানিরা শুটিং করছে। শুনলাম ডিএফপি এই শুটিং করছে। “তখন আমার মাথা ঢুকল, এই ডিএফপিকে তো তাহলে ধরতে হয়। কোথায় ডিএফপি? খোঁজ-খবর নিতে নিতে জানা গেল, শান্তিনগরে এসবি অফিসের পাশেই ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স) অফিস। এই অফিস থেকেই এসব কাজ করা হয়। তখন আমরা পরিকল্পনা করলাম এই অফিসে অপারেশন চালাব।

“ক্রাক প্লাটুনের আমরা তিনজন ছুটির দিনে, মানে সেদিন হাফ অফিসের দিন ছিল, অপারেশনে বেরুলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজের পরে অপারেশন। আমরা একটা কালো ব্যাগের মধ্যে দুইটা স্টেনগান ও এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাই। ডিএফপির গেইটে গেলাম। যে দারোয়ান ডিউটিতে ছিল, তাকে অফিসের এক কর্মকর্তার নাম বলি যে, তার (ওই কর্মকর্তা) দেশের বাড়ি থেকে এক আত্মীয় উনার জন্য জিনিস পাঠিয়েছেন। এই কথায় দারোয়ান অফিসের গেইট খুলে ঢুকতে দেয়। ভেতরে

ঢুকে আমরা ব্যাগ থেকে অস্ত্র বের করে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিই, তাকে বোঝাই যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা। এক পর্যায়ে দারোয়ান বলে যে, সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। তার ছোট ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। বিষয়টা আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেল।”

“তারপর একটা পর্যায়ে আমরা সেই ২০ পাউন্ড ওজনের এক্সপ্লোসিভটা রুমের ভেতরে রাখি। এক্সপ্লোসিভের বৈশিষ্ট্য হল, যত চাপ দিয়ে রাখা যাবে, এটার ক্যাপাসিটি তত বাড়বে। তখন কয়েকটা স্টিলের আলমারি দিয়ে ওই এক্সপ্লোসিভ চাপা দিলাম, তারপর বিস্ফোরণ ঘটাই। সেই বিস্ফোরণের পর সারা বিশ্বে শিরোনাম হয়েছিল- পূর্ব পাকিস্তানে দামাল মুক্তিযোদ্ধারা অশান্ত করে তুলেছে ঢাকাকে। এরকম বিস্ফোরণ এযাবত পাকিস্তানে আর হয়নি। এটা পাকিস্তানের সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এভাবে দিনে-দুপুরে এরকম একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধারা, এটা কী করে সম্ভব!”

ডিএফপি ছাড়া রাজারবাগের কাছে মোমিনবাগে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হলের পেছনে এয়ারফোর্সের রিক্রুটিং সেন্টারও খোকার নেতৃত্বে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

খোকা বলেছিলেন, “আমাদের অপারেশনের স্পিরিট ছিল শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। ঢাকার মানুষকে জানান দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধ ঢাকায়ও চলছে। আমাদের গ্রুপ বিশেষ করে ছোট-বড় অনেক অপারেশন আমরা করেছি ঢাকায়।”

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার স্মৃতি তুলে ধরে খোকা বলেছিলেন, “মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই বাংলাদেশ থেকে আমরা কয়েকজন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা শহরে গিয়ে সিপিএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী) অফিসে যাই। সেখানে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দকে পাই। সেখান থেকে আমাদের যাত্রা ২ নম্বর সেক্টরে। মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দারের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। সেখানে আমাদের শহীদুল্লাহ খান বাদল আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে পাঠিয়ে দেন।

“ট্রেনিংয়ের পর মেজর হায়দারের নেতৃত্বে আমি কুমিল্লার সালদা নদীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেই। সেই দিন রাতে সেই দুঃসাহসিক অপারেশনের কথা স্মরণ করলে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। মাথার উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে টমি গান-ব্যারেল

গানের আগুনের স্ফূলিঙ্গের মতো কী যেন ছুটে যাচ্ছে। যেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। পাকিস্তানি সৈন্যদের আমরা সেই অপারেশনেই পিছু হটাতে বাধ্য করেছিলাম।”

খোকার ভাষায়, “মুক্তিযুদ্ধ ছিল সার্বজনীন। কোনো দল, কোনো গোষ্ঠি, কেনো ব্যক্তি, কোনো পরিবারের একক কারও অবদান ছিল না, এই অবদান বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের। এর সুফলও সার্বজনীন হওয়া উচিৎ।”
‘আর আসবে না’

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ঢাকায় প্রতিটি আন্দোলনে অগ্রভাগে ছিলেন খোকা; তবে তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া

হয় ১৯৯০ সালে পুরান ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ঠেকানোর জন্য।
নিউ ইয়র্কে হাসপাতালে সাদেক হোসেন খোকানিউ ইয়র্কে হাসপাতালে সাদেক হোসেন খোকা
এরশাদ আমলের ওই ঘটনায় এখনও খোকাকে স্মরণ করেন গোপীবাগের একটি মিষ্টি দোকানের প্রবীণ কর্মী দেবেন্দ্র নাথ।
খোকার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি বলেন, “খোকা ভাইয়ের মতো নেতা আর আসবে না।”
তিনি বলেন, “১৯৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙার পর পুরান ঢাকায় হিন্দুদের উপর যখন হামলার চেষ্টা হয়েছিল, খোকা ভাই শাঁখারী বাজারে এসে বলেছিল, সাবধান-খবরদার, এখানে কেউ কিছু করলে হাত ভেঙে ফেলব।”

“শুধু তাই নয়, স্বামীবাগের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি মন্দির ও ইসকনের বেদখল জমি পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন তিনি,” বলেন দেবেন্দ্র।
পুরান ঢাকায় সূত্রাপুর ও কোতোয়ালি হিন্দুপ্রধান এলাকা; বিএনপির জোটে সাম্প্রদায়িক দল থাকলেও খোকার কারণেই ওই এলাকার ভোট ধানের শীষে পড়ত বলে স্থানীয়রা জানান।
খোকার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত অনেকে বলেন, যখনই কোথাও মানুষের বিপদ হয়েছে, যখনই কেউ সঙ্কটে পড়েছে, তখনই ছুটে যেতেন খোকা।

লন্ডনে অবস্থানরত ঢাকার প্রথম মেয়র আবুল হাসনাত বলেন, “খোকা তৃণমূল থেকে উঠে আসা এক রাজনৈতিক নেতা, যিনি দলমত নির্বিশেষে মানুষের পাশে থাকতেন সবসময়।”

মুক্তিযোদ্ধা অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেন, “একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন।”
খোকার মৃত্যুতে দলে শূন্যতাটাই বড় হয়ে বাজছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনে; যিনি নিজেও খোকার মতো বাম রাজনীতি থেকে বিএনপিতে এসেছেন।

খোকার পরবর্তী রাজনৈতিক দর্শনকে অপছন্দ করলেও তা ছাপিয়ে ব্যক্তি খোকা, মুক্তিযোদ্ধা খোকাকে ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করছেন তার যুদ্ধদিনের সঙ্গী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

অন লাইন ডেক্স

সাদেক হোসেন খোকা আর নেই

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা আজ বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায় নিউইয়র্কে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিএনপির মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সাদেক হোসেন খোকা দীর্ঘদিন ধরে কিডনির ক্যানসারে ভুগছিলেন।

শায়রুল কবির খান বলেন, সাদেক হোসেন খোকা নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে স্লোশেন ক্যাটারিং ক্যানসার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ দেশে আনা হবে কি না, এটা জানতে চাইলে শায়রুল কবির বলেন, এ ব্যাপারে দলীয় নেতৃবৃন্দ আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সাদেক হোসেন খোকা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম সাদেক হোসেন খোকা বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর দল সরকার গঠন করলে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন।

ঝিনাইদহে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ

নতুন কার্যকর হওয়া সড়ক পরিবহন আইন সম্পর্কে বাস- ট্রাক, মটর সাইকেল চালক, পথচারীদের সচেতন করতে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গতকাল রবিবার সকাল থেকে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, আরাপপুর, বাস টার্মিনালে প্রচারনা কার্যক্রম চালানো হয়। এসময় পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (এ্যাডমিন) মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গা পাল, কাজী হাসানুজ্জামান, মাজহারুল ইসলাম, সার্জেন্ট মোস্তাফিজুর রহমান, সার্জেন্ট সাদ্দাম হোসেন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান বাস-ট্রাক, মটর সাইকেল চালক, পথচারীদের হাতে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর দিকনির্দেশনা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন। তিনি বলেন ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া সড়ক পরিবহন আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। আশা করা যায় সকলে সচেতন হলে দুর্ঘটনা কমে যাবে।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

মনিপুরে বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ৫

রাজধানীর রুপনগরের মনিপুর এলাকায় বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৫ শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত আটজন।

আহতদের উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

বুধবার (৩০অক্টোবর) বিকাল ৪টার দিকে মনিপুরের ১১ নং রোডের মাথায় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) মাসুদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান।

বিস্তারিত আসছে….

আওয়ামী লীগের জেলা-উপজেলা কাউন্সিল: বিতর্কিতদের কমিটিতে না রাখতে তৃণমূলে চিঠি

আওয়ামী লীগে চলমান শুদ্ধি অভিযানের ঢেউ লেগেছে তৃণমূলেও। এ ব্যাপারে জেলা-উপজেলা নেতাদের সতর্ক করে শনিবার থেকে চিঠি পাঠানো শুরু করেছে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ।

চিঠিতে অনুপ্রবেশকারী, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজ, বিতর্কিত, যারা দলে বলয় তৈরি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন ও ‘পদ বাণিজ্যে’র সঙ্গে জড়িত- এমন নেতাদের কোনো স্তরের কমিটিতে স্থান না দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানম-◌ির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন, দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশকারী, সুযোগসন্ধানী ও বিতর্কিতরা ঢুকে পড়েছে। এদের কারণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ হয়। অনেক সময় বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের আগে তৃণমূল সম্মেলন গুলো হচ্ছে। এটাই মুখ্য সময় এদের বিষয়ে সতর্ক থাকার। তাই এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেন কোনোভাবেই বিতর্কিত ও

অনুপ্রবেশকারীরা দলে জায়গা না পায়।

ক্ষমতাসীন দলের নীতিনির্ধারণী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গতকাল রবাইজান যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃণমূলে কাউন্সিলের (সম্মেলন) আয়োজন ও নতুন কমিটিতে বিতর্কিতদের না রাখার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। এরপর সেদিনই বিষয়টি নিয়ে ধানম-◌ির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৈঠকে তৃণমূলে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। শুক্রবার এসব চিঠিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। শনিবার দুপুর থেকে এসব চিঠি জেলা-উপজেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের ঠিকানা বরাবর কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো শুরু হয়।

আরও জানা গেছে, কিছুদিন আগে তৃণমূলে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব পর্যায়ের কাউন্সিল শেষ করে তা তালিকা আকারে কেন্দ্রে পাঠাতে বলা হয়েছে। চিঠিতে তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের কমিটি থেকেও বিতর্কিত ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি চলমান ‘শুদ্ধি’ অভিযানের অংশ বলে দলটির নীতিনির্ধারণী সূত্র থেকে বলা হয়েছে।

এদিকে শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে গতি বেড়েছে আওয়ামী লীগের তৃণমূল সম্মেলনেও। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা, উপজেলার কাউন্সিল শেষ করতে চান দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। ইতিমধ্যে মাঠেও নেমে পড়েছেন তারা। প্রায় প্রতিটি জেলা, মহানগর ও উপজেলায় কর্মিসভা এবং বর্ধিত সভা করেছেন। এরপরই শুরু হয়েছে জেলা-উপজেলা কাউন্সিল। প্রায় অর্ধশত উপজেলা- থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনও। বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম ও সাংগঠনিক সম্পাদকরা বলছেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ সব উপজেলা এবং ডিসেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যে জেলা সম্মেলন শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

আওয়ামী লীগের আগের কমিটির মেয়াদে (২০১২ থেকে ২০১৬ সালে) ৫৮টি সাংগঠনিক জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর জাতীয় সম্মেলনের পর ৭৮টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে শুধু একটিতে (২০১৭ সালের ২৮ অক্টোবর মৌলভীবাজার) সম্মেলন হয়েছিল। বাকি প্রায় সবগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল। এর মধ্যে চাঁদপুর, কুমিল্লা দক্ষিণ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর ও গাইবান্ধাসহ কিছু

জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয় গত মার্চ, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারিতে। আর বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, কক্সবাজার ও মাগুরাসহ বেশকিছু জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর।

কিছু জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে তারও আগে। আর উপজেলা-থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছিল অনেক আগেই।
এরই মধ্যে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র থেকে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় কাউন্সিল করার ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ সব কমিটির সম্মেলন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নির্দেশনার পরই মাঠে নামে আওয়ামী লীগের বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম ও সাংগঠনিক সম্পাদকরা। কোন কমিটির মেয়াদ নেই, কতদিন আগে মেয়াদ শেষ হয়েছে, কমিটি গঠনে কি কি সমস্যা রয়েছে- সেসব বিষয়ে সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরি করেন তারা।

এরই অংশ হিসেবে প্রায় ৭ বছর পর শনিবার ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ বাকি সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে ১৫ নভেম্বর কুমিল্লা উত্তর জেলা, ৩০ নভেম্বর চট্টগ্রাম উত্তর জেলা, ১ ডিসেম্বর বরগুনা, ২ ডিসেম্বর পটুয়াখালী, ৩ ডিসেম্বর পিরোজপুর, ৫ ডিসেম্বর সিলেট জেলা, ৭ ডিসেম্বর বগুড়া জেলা ও বরিশাল জেলা, ৮ ডিসেম্বর বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যগুলোর তারিখও খুব শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, নেত্রীর (শেখ হাসিনার) বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে তৃণমূলের সম্মেলন করার জন্য আমরা প্রায় প্রতিদিন আলাদাভাবে বিভিন্ন স্থানে সাংগঠনিক সফর করছি। মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক বলেন, সাংগঠনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের যে ধারাবাহিক কার্যক্রম তা চলমান রয়েছে।

আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ সব জেলা-উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন করে গঠন করা হবে। রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের বেশির ভাগ জায়গায় কমিটি আপডেট আছে। যেগুলোর মেয়াদ নেই, তা নিয়ে কাজ করছি। তবে কিছু জায়গায় সমস্যাও আছে, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেন, আমরা জেলা-উপজেলার সম্মেলনের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমার বিভাগে নভেম্বরের মধ্যে ৩৯টি উপজেলার সম্মেলন হবে।

এছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৪টির মতো জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি।
চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ উপজেলার সম্মেলন হয়ে যাবে। জেলা সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গতকাল (শনিবার) ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে বান্দরবান জেলার সম্মেলন হবে। এরপর কক্সবাজার আছে। কাল (রোববার) চট্টগ্রামে প্রতিনিধি সভা আছে।

আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সবগুলোর সম্মেলন শেষ করতে পারব।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর সহ সারা দেশে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম

মেহেরপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। দাম বৃদ্ধির জন্য যোগান কমের অজুহাত দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে, বেড়েছে মাছের দামও। বাজারে শীতের সবজির সরবরাহ ভালো হলেও দাম রয়েছে বেশি।

আবহাওয়া বৈরি হলেও ছুটির দিনে রাজধানীর কাঁচাবাজারে ক্রেতা সমাগম ছিল তুলনামূলক বেশি। বাজারে নিত্য পণ্যের যোগান বেশি হলেও ক্রেতার নজর পেঁয়াজের দিকে। প্রয়োজনীয় এই ভোগ্য পণ্য কিনতে বেগ পেতে হচ্ছে ভোক্তার।

সরকারি নানা উদ্যোগেও লাগাম টানা যাচ্ছে না পেঁয়াজের দরে। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও খুচরা বাজারে এক কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। ভারতীয় পেঁয়াজের কেজিও ১১০ থেকে ১১৫ টাকা।

এদিকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় চাহিদা বেড়েছে অন্য মাছের। বেড়েছে দামও। তবে চাষের মাছের তুলনায় নদ-নদীর মাছের দাম বেশি। বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম এখনও বেশি। প্রতি কেজি শিম বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। টমেটোর কেজি ১১০ টাকা। ফুলকপি, বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ৩০ থেকে ৪০ টাকায়।

মেহেরপুর বড় বাজার সহ গাংনীতে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ১০-১৫ টাকা
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের তহ বাজার ঘুরে দেখা গেছে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা বেড়ে গেছে। বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা । কোন কোন বিক্রেতা ১১৫ টাকা করেও পেয়াজ বিক্রি করেছেন বলে জানা যায়।

গত বৃহস্পতিবার পেয়াজেরর দাম ছিল প্রতি কেজি ৯০ টাকা। এক দিনের ব্যবধানে গতকাল শুক্রবার তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১০০-১১৫ টাকা কেজি।

খুচরা বিক্রেতারা বলছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে একদিনে পেয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে কাচা ঝাল গত সপ্তাহে প্রতি কেজি দাম ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা এ সপ্তাহে তার দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরের ২৫ টি সহ এমপিও হলো ২৭৩০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে মেহেরপুরের ২৫ টি সহ এমপিও ভুক্ত হলো দেশের ২৭৩০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
গতকাল বুধবার গনভবনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঘোষণা করেন। নতুন এমপিও’র তালিকায় মেহেরপুরের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৩টি মাদ্রসা ও ১টি ভোকেশনাল রয়েছে।
মেহেরপুরের নতুন এমপিও ভুক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে সদর উপজেলার চকশ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুজিবনগর উপজেলায়, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোনাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গাংনী উপজেলায়, এসকেএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এমএইসএ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সিএইসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেআরআরএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গাংনী উপজেলায়, মোহাম্মদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাদ্রাসার মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায়, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা, পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা। গাংনী উপজেলায়, কাজিপুর দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা। ভোকেশনালের মধ্যে মুজিব নগর উপজেলার আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি।
এদিকে এমপিও পেয়ে মেহেরপুরের শিক্ষকদের মাঝে বইছে আনন্দের বন্যা। বহুল প্রতিক্ষিত এমপিও পেয়ে অনেকের চোখেই আনন্দের অশ্রæ দেখা যায়।
নতুন এমপিও পেয়ে অনুর্ভুক্তির কথা জানতে চাইলে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান বলেন, নতুন এমপিও পেয়ে একদিকে যেমন আনন্দিত অন্যদিকে সিনিয়র শাখা না হওয়াতে কষ্ট পেতে হচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে শ্রমদিয়ে আসছে আমার প্রান প্রিয় শিক্ষকরা। তারপরও আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি এবং দোয়া করি যেন সিনিয়র শাখাটিও দ্রæত এমপিও হয়ে যায়।

বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কালাম বলেন, একসাথে দুইটি শাখা এমপিও পেয়ে আমি অনেক খুশি। সেই সাথে ধন্যবাদ জানায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। আমাদের দীর্ঘ দিনের দুঃখ-কষ্ট এবার লাঘব হবে।
কেআরআরএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বজলুর রহমান বলেন, আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে এমপিও নামের সোনার হরিনের মুখ দেখতে পেলাম।
আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সহকারি শিক্ষক সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর পরিশ্রমের পর এমপিওর ঘোষনা পেলাম। এর চাইতে খুশির খবর আরকি হতে পারে।
এ বিষয়ে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিও ভুক্ত হয়েছে তাদের অভিনন্দন জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে এমপিও ভুক্তির আওতায় নেওয়া অনেক জরুরী ছিল।
জেলা শিক্ষা অফিসার শাহিন আক্তার বলেন, যোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলো এমপিও ভুক্তির আওতায় এসেছে। তবে এমপিও ধরে রাখতে হলে শিক্ষার মান ভালো থাকতে হবে। না হলে এমপিও বাতিল হতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভোলায় পুলিশের সঙ্গে ‘তৌহিদী জনতা’র সংঘর্ষ, নিহত ৪

ভোলার বোরহানউদ্দিনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সংখ্যালঘু স¤প্রদায়ের এক যুবকের বিচারের দাবিতে ‘তৌহিদী জনতা’র ব্যানারে বিক্ষোভ থেকে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হয়েছেন। নিহত চারজনকে নিজেদের কর্মীসমর্থক বলে দাবি করেছে তৌহিদী জনতা। সংঘর্ষে ১০ পুলিশ সদস্যসহ দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বোরহানউদ্দিন পৌরসভার ঈদগাহ মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, এক যুবকের হ্যাক হওয়া

এনামুল হক জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বিপ্লব চন্দ্র নিজের ইচ্ছায় থানায় আসেন। তিনি এখন পুলিশের হেফাজতে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় আরেকজনকে আটক করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি